শিক্ষক-শিক্ষার্থী
ও
অভিভাবকের কর্তব্য

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
লেখকের ভূমিকা	০৫
শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের কর্তব্য	০৭
১ম ভাগ : শিক্ষকের কর্তব্য	
১. শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলার প্রতি আগ্রহী থাকা	০৯
২. সালাম দিয়ে ক্লাসে প্রবেশ করা	০৯
৩. পাঠ্য বিষয় পড়াশুনা করে ক্লাসে যাওয়া	১০
৪. তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত বুঝানো	১০
৫. যথার্থ ও সারগর্ভ কথা বলা	১১
৬. বিষয়বস্তুকে সহজ করে বুঝিয়ে দেওয়া	১২
৭. সর্বদা শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করা	১২
৮. শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করা	১৩
৯. শিক্ষার্থীদের বুঝের তারতম্য বিচার করে শিক্ষা দান করা	১৪
১০. কোন শিক্ষার্থী অসুস্থ হ'লে তাকে দেখতে যাওয়া	১৪
১১. সকল শিক্ষার্থীর সাথে ন্যায়বিচার করা	১৫
১২. শিক্ষার্থীদের প্রতি সর্বদা স্নেহশীল ও কল্যাণকামী থাকা	১৫
২য় ভাগ : শিক্ষার্থীর কর্তব্য	১৮
১. ইখলাছ	২০
২.কুরআন ও সুন্নাহকে চূড়ান্ত সত্যের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা	২১
৩. লেখাপড়ায় সর্বদা অগ্রবর্তী থাকার চেষ্টা করা	২৪
৪. ইল্‌ম ও আলেমের উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা	২৪
৫. শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীদের উচ্চ মর্যাদা প্রদান করা	২৯
৬. দৃষ্টি অবনত রাখা	২৯

৭. আল্লাহ্র ইবাদতে মনোযোগী থাকা ৩০
৮. প্রয়োজনীয় দো'আ ও যিকিরসমূহ নিয়মিত পাঠ করা ৩০
৯. সময়ের সদ্ব্যবহার করা ৩২
১০. অধ্যবসায়ী হওয়া ৩৩
১১. চরিত্রবান হওয়া ও অন্যের সাথে সদ্ব্যবহার করা ৩৩
৩য় ভাগ : অভিভাবদের কর্তব্য ৩৫
১. সন্তানকে প্রথমে আল্লাহ্র পরিচয় জানানো ৩৫
২. শিক্ষার্থীর জন্য কল্যাণের দো'আ করা ৩৭
৩. ছালাত শিখানো ৩৮
৪. শিক্ষার্থীকে কুরআন ও হাদীছ শিক্ষাদান ৩৮
৫. শিক্ষার্থীর মেধা বুঝে সেদিকে পরিচালিত করা ৩৯
৬. শিক্ষার্থীদের সালাফে ছালেহীনের শিক্ষণীয় কাহিনী শুনানো ৩৯
৭. উপকারী ইল্ম শিক্ষা দেওয়া (পরিবার, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন) ৪১
৮. উপসংহার ৪৭

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

লেখকের ভূমিকা (مقدمة المؤلف)

যোগ্য শিক্ষক ব্যতীত যোগ্য শিক্ষার্থী গড়ে ওঠে না। যেখানে শিক্ষক সুন্দর ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী, সেখানে শিক্ষার্থীরা সুন্দর রূপে গড়ে ওঠে ও সমাজে প্রশংসিত হয়। যারা তাদের জীবনে যেখানেই অবস্থান করে সেখানেই মেধা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখে। তাদের সুনামের সাথে মানুষ গড়ার কারিগর তাদের শিক্ষকগণ সম্মানিত হন। তাই প্রশংসিত শিক্ষার্থীগণ আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য ছাদাক্বায়ে জারিয়া স্বরূপ হয়ে থাকে।

সন্তান প্রতিপালনে প্রাথমিক ও সর্বপ্রধান দায়িত্ব অভিভাবকদের। তারা সন্তানকে যে পরিবেশে ও যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাখবেন, সন্তান সেভাবেই গড়ে উঠবে। সেকারণ আমরা ৩টি বিষয়কে একত্রিতভাবে অত্র বইয়ে আলোচনা করেছি। আশা করি এতে সবাই উপকৃত হবেন।

ইতিপূর্বে বইটি মাসিক **‘আত-তাহরীক’** ডিসেম্বর ও জানুয়ারী ২০২৩ *(২৬/৩-৪)* সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এক্ষণে বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে পরিমার্জিত রূপে বই আকারে প্রকাশ পেল। *ফালিল্লাহিল হামদ!*

পরিশেষে ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন’ গবেষণা বিভাগ এবং তার সহযোগী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। স্ব স্ব ইখলাছ অনুযায়ী আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পারিতোষিক দান করুন! সেই সাথে দীন লেখকের ও তার মরহূম পিতা-মাতা এবং সৎকর্মশীল পরিবারবর্গ ও সন্তান-সন্ততিদের জন্য অত্র লেখনী পরকালীন নাজাতের অসীলা হৌক, এই প্রার্থনা করছি- আমীন!

নওদাপাড়া, রাজশাহী
১৩ই নভেম্বর ২০২৩ সোমবার।

বিনীত
-লেখক।

আল্লাহ বলেন,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى–

‘আর তুমি তোমার পরিবারকে ছালাতের আদেশ দাও এবং তুমি এর উপর অবিচল থাক। আমরা তোমার নিকট রূযী চাই না। আমরাই তোমাকে রূযী দিয়ে থাকি। বস্তুত (জান্নাতের) শুভ পরিণাম তো কেবল মুত্তাক্বীদের জন্যই’

(ত্বোয়াহা-মাক্কী ২০/১৩২)।

بسم الله الرحمن الرحيم

শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের কর্তব্য

(واجبات المدرس والطالب والكفيل)

শিক্ষক-ছাত্র ও অভিভাবক মিলেই প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের ইমারত কথা বলে না। কথা বলেন শিক্ষক। অতএব যোগ্য শিক্ষক ব্যতীত যোগ্য শিক্ষার্থী গড়ে উঠতে পারে না। নরম মাটি যেভাবে কারিগরের হাতে সুন্দর হাড়ি-পাতিলে পরিণত হয়, নরম শিশুগুলি তেমনি সুন্দর ও চরিত্রবান শিক্ষকের হাতে সুন্দর মানুষে পরিণত হয়। সে হয় তার শিক্ষকের জন্য ছাদাক্বায়ে জারিয়া স্বরূপ। যার নেকী তিনি মৃত্যুর পরেও পেয়ে থাকেন। তাই যেখানে শিক্ষক সুন্দর, সেখানে শিক্ষার্থীরা সুন্দর গোলাপের ন্যায় গড়ে ওঠে ও সমাজে প্রশংসিত হয়। সাথে সাথে তার শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান প্রশংসিত হয়। শিক্ষকরা শিক্ষার্থী গড়েন ও নেতারা জাতি গড়েন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন উম্মতে মুহাম্মাদীর শিক্ষক।

যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলের পরিচয় দিয়ে বলেন, هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ– ‘তিনিই সেই সত্তা যিনি নিরক্ষরদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল হিসাবে পাঠিয়েছেন। যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করেন ও তাদেরকে পবিত্র করেন। আর তাদেরকে কিতাব ও সুন্নাহ শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল’ *(জুম‘আ-মাদানী ৬২/২)*।

তিনি বলেন, وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا– ‘আর আল্লাহ তোমার উপর কুরআন ও সুন্নাহ অবতীর্ণ করেছেন এবং তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জানতে না। বস্তুত তোমার উপর আল্লাহ্র অসীম করুণা রয়েছে’ *(নিসা-মাদানী ৪/১১৩)*। এতে বুঝা যায় যে, মানুষ মূলত তার দ্বীন ও ভবিষ্যৎ ভাল-মন্দ সম্পর্কে অজ্ঞ। কেবল কুরআন ও সুন্নাহ তাকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়।

৬ষ্ঠ নববী বর্ষের শেষে মক্কার নেতারা যখন বহুমূল্য উপঢৌকন সহ আমর ইবনুল ‘আছ ও আব্দুল্লাহ ইবনু আবী রাবী‘আহকে বাদশাহ নাজাশীর নিকটে দূত হিসাবে প্রেরণ করেন এবং সেখানে আশ্রয় গ্রহণকারী মুসলিমদের মক্কায় ফিরিয়ে আনার জন্য বাদশাহ্র নিকট আবেদন করেন, তখন বাদশাহ মুসলমানদের কথা শোনার জন্য তাদের একজন প্রতিনিধিকে আহ্বান করেন। তখন তারা নিজেরা একত্রিত হয়ে আপোষে বলেন, نَقُولُ وَاللهِ مَا عَلَّمَنَا وَمَا أَمَرَنَا بِهِ نَبِيُّنَا – صلى الله عليه وسلم– كَائِنٌ فِى ذَالِكَ مَا هُوَ كَائِنٌ– ‘আল্লাহ্র কসম! আমরা সেটাই বলব, যেটা আমাদের রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে শিখিয়েছেন এবং আমাদেরকে আদেশ করেছেন। তাতে আমাদের ভাগ্যে ভাল-মন্দ যা-ই ঘটুক না কেন? অতঃপর ভরা মজলিসে তাদের পক্ষ হ’তে জা‘ফর বিন আবু ত্বালেব (রাঃ) বাদশাহকে বলেন, হে বাদশাহ! আমাদের ধর্মের নাম ‘ইসলাম’। আমরা স্রেফ আল্লাহ্র ইবাদত করি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। বাদশাহ বললেন, কে তোমাদের এসব কথা শিখিয়েছেন? জা‘ফর বললেন, আমাদের মধ্যেরই একজন ব্যক্তি। ইতিপূর্বে আমরা মূর্তিপূজা ও অশ্লীলতা এবং অন্যায়-অত্যাচারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলাম। আমরা শক্তিশালীরা দুর্বলদের শোষণ করতাম। এমতাবস্থায় আল্লাহ মেহেরবানী করে আমাদের মধ্যে তাঁর শেষনবীকে প্রেরণ করেছেন। যার নাম ‘মুহাম্মাদ’। তিনি আমাদের সামনে বড় হয়েছেন। তাঁর বংশ মর্যাদা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, আমানতদারী, সংযমশীলতা, পরোপকারিতা প্রভৃতি গুণাবলী আমরা জানি। নবুঅত লাভের পর তিনি আমাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন এবং মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে সর্বাবস্থায় এক আল্লাহ্র ইবাদত করার আহ্বান জানিয়েছেন। সাথে সাথে যাবতীয় অন্যায়-অপকর্ম হ’তে তওবা করে সৎকর্মশীল হওয়ার আদেশ দিয়েছেন। আমরা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং এক আল্লাহ্র ইবাদত করছি ও হালাল-হারাম মেনে চলছি। এতে আমাদের কওমের নেতারা আমাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়েছেন এবং আমাদের উপর প্রচণ্ড নির্যাতন চালিয়েছেন...।[১] এতে বুঝা যায় যে, শিক্ষক সর্বদা শিক্ষার্থীকে বিশ্বাস ও কর্মে সর্বাঙ্গ সুন্দর রূপে গড়ে তুলতে সচেষ্ট থাকবেন। নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষেপে বর্ণিত হ’ল।-

১. আহমাদ হা/১৭৪০; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ‘নাজাশীর দরবারে কুরায়েশ প্রতিনিধি দল’ অনুচ্ছেদ ১৫৮ পৃ.।

১ম ভাগ

শিক্ষকের কর্তব্য

(واجبات المدرس)

১. শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলার প্রতি আগ্রহী থাকা :

যার মধ্যে শিক্ষকতার মেযাজ নেই ও ছাত্রকে সুন্দর রূপে গড়ে তোলার আগ্রহ নেই, সে ব্যক্তি কখনোই শিক্ষক হ'তে পারে না। যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলের গুণ বর্ণনা করে বলেন, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ– 'নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট এসেছেন তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল, যার নিকট তোমাদের দুঃখ-কষ্ট বড়ই দুঃসহ। তিনি তোমাদের কল্যাণের আকাঙ্খী। তিনি মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াবান' *(তওবা-মাদানী ৯/১২৮)*। অতএব শিক্ষক সর্বদা শিক্ষার্থীর প্রতিটি কথা ও কাজের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন এবং সর্বদা শিক্ষার্থীর প্রতি স্নেহশীল থাকবেন।

২. সালাম দিয়ে ক্লাসে প্রবেশ করা :

শিক্ষক ক্লাসে সালাম দিয়ে প্রবেশ করবেন। প্রয়োজনে ৩ বার সালাম দিবেন। কেননা রাসূল (ছাঃ) কখনো কখনো এরূপ করতেন *(বুখারী হা/৯৫)*। সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে সালামের জবাব নিবেন। অতঃপর সবার সাথে তিনি কুশল বিনিময় করবেন ও 'বিসমিল্লাহ' বলে ক্লাস শুরু করবেন। শিক্ষক বা মেহমান আসার অপেক্ষায় আগে থেকে প্রথাগতভাবে দাঁড়িয়ে সম্মান জানানো জায়েয নয় *(ছহীহাহ হা/৩৫৭)*। শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশকালে ও উঠে যাওয়ার সময় সালাম দিবেন।[২]

একইভাবে মজলিসে কথা বলার পূর্বে সালাম দিবে'।[৩] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি সালাম দিয়ে শুরু করে না, তাকে অনুমতি দিয়ো না'।[৪]

২. তিরমিযী হা/২৭০৬; আবুদাঊদ হা/৫২০৮; মিশকাত হা/৪৬৬০।
৩. তিরমিযী হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/৪৬৫৩; ছহীহাহ হা/৮১৬।
৪. বায়হাক্বী শো'আব হা/৮৮১৬; মিশকাত হা/৪৬৭৬; ছহীহাহ হা/৮১৭।

এতে বুঝা যায় যে, সভাপতি ব্যতীত সভা হয় না এবং তার অনুমতি ব্যতীত সভায় বক্তব্য রাখা বৈধ নয়। একইভাবে শিক্ষক ব্যতীত শিক্ষা হয় না এবং শিক্ষকের অনুমতি ব্যতীত শিক্ষার্থী শ্রেণীকক্ষে বক্তব্য রাখতে পারে না।

৩. পাঠ্য বিষয় পড়াশুনা করে ক্লাসে যাওয়া :

পাঠ্য বিষয় জানা থাকলেও শিক্ষককে সেটি পুনরায় পাঠ করে ক্লাসে যেতে হবে। এর ফলে তিনি পাঠ্য বিষয় ঝালিয়ে নিতে পারবেন এবং নিজেও নতুন কিছু শিখতে পারবেন। শিক্ষার্থীদেরকেও নতুন কিছু শিখাতে পারবেন। শিক্ষা জীবনের সর্বোচ্চ স্তরে গিয়েও অনেক শিক্ষককে দেখা যায়, ছাত্র জীবনে তৈরী করা টিউটোরিয়াল পড়িয়েই জীবন পার করে দিচ্ছেন। আবার অনেক শিক্ষককে দেখা যায় তাদের গৃহের পাঠকক্ষ অগণিত বইয়ে ঠাসা। অনেকের বিছানার পাশে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য বই-পত্র। অধিকাংশ সময় মূল্যবান গ্রন্থ ও গবেষণা জার্নাল এবং পত্র-পত্রিকা অধ্যয়নে তিনি ডুবে আছেন। যাদের বক্তব্য ও লেখনী দ্বারা অগণিত শিক্ষার্থী ও শ্রোতা সর্বদা উপকৃত হচ্ছে। বর্তমানে শিক্ষার সিলেবাসে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি ও দলাদলি ঢুকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সর্বনাশ ডেকে আনা হয়েছে। এই আত্মঘাতী পথ থেকে সংশ্লিষ্টদের ফিরে আসা উচিত।

৪. তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত বুঝানো :

ইসলামী শিক্ষার বুনিয়াদ হ'ল ৩টি : তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত। অর্থাৎ (১) শিরক বিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস। (২) তাক্বলীদ মুক্ত রিসালাত বিশ্বাস ও (৩) অসীলা মুক্ত আখেরাত বিশ্বাস। একদিকে তাওহীদের শ্লোগান দিবে, অন্যদিকে কবরপূজা করবে। এটি কখনও প্রকৃত তাওহীদ বিশ্বাস নয়। একদিকে রাসূলের নামে মীলাদ-ক্বিয়াম ও জশনে জুলূস করবে, অন্যদিকে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ বাদ দিয়ে মাযহাবী তাক্বলীদ করবে। এটি কখনও প্রকৃত রিসালাত বিশ্বাস নয়। একদিকে আখেরাতে বিশ্বাস করবে, অন্যদিকে পীর-আউলিয়াদের অসীলা ধরবে। এটি কখনও প্রকৃত আখেরাত বিশ্বাস নয়।

অতএব শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীদের নিকট সর্বাগ্রে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত বুঝাবেন। অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা *(ফাতিহা-মাক্কী ১/১)*। তিনি অহি-র বিধান সমূহ প্রেরণ করেছেন তাঁর সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া*

উপসংহার (الخاتمة)

শিক্ষক ও অভিভাবকদের স্ব স্ব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে যেতে হবে। নইলে দায়িত্বহীন অভিভাবকদের পরকালীন পরিণতি হবে মারাত্মক। কেননা ক্বিয়ামতের দিন তাদের সন্তানেরা বা অধীনস্তরা তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র নিকট কঠিনভাবে অভিযোগ পেশ করবে। যেমন আল্লাহ বলেন,

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَالَيْتَنَا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولاَ- وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ- رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا- ‘যেদিন তাদেরকে উপুড়মুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়! যদি আমরা আল্লাহ্র আনুগত্য করতাম ও রাসূলের আনুগত্য করতাম! *(৬৬)* ‘আর তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতাদের ও বড়দের আনুগত্য করতাম। ফলে তারাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল’ *(৬৭)*। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে তুমি দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাদেরকে তুমি কঠিন অভিশাপ দাও’ *(আহযাব-মাদানী ৩৩/৬৬-৬৮)*।

ঈমানদার পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের জন্য উপরোক্ত আয়াতগুলিই কি যথেষ্ট নয়? সরকার হ’ল জনগণের সবচেয়ে বড় অভিভাবক। তারা যদি নাস্তিক্যবাদী ও বস্তুবাদী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেন এবং ইসলাম বিরোধী মতবাদ ও শিষ্টাচার সমূহ ও অনৈতিক কারিকুলাম শিক্ষার্থীদের উপর চাপিয়ে দেন, তাহ’লে আখেরাতে তারাই হবেন সবচেয়ে বড় পাপী। আল্লাহ আমাদের সন্তান-সন্ততি ও অধীনস্থদের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালনের তাওফীক দান করুন- আমীন!

*****

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك،

اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب-

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৮ম প্রকাশ (৫০/=)। ২. ঐ, ইংরেজী (৪০/=)। ৩. আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস) ৪৫০/=। ৪. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১৮০/=)। ৫. ঐ, ইংরেজী (২০০/=)। ৬. নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১৮০/=)। ৭. নবীদের কাহিনী-২ (১৫০/=)। ৮. নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৭৫০/=। ৯. তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৫০০/=)। ১০. ফিরক্বা নাজিয়াহ, ৪র্থ সংস্করণ (৪০/=)। ১১. ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ৩য় সংস্করণ (৩৫/=)। ১২. সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৫ম সংস্করণ (২০/=)। ১৩. তিনটি মতবাদ, ৩য় সংস্করণ (৩০/=)। ১৪. জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=)। ১৫. হাদীছের প্রামাণিকতা, ৩য় সংস্করণ (৬৫/=)। ১৬. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। ১৭. জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। ১৮. দিগদর্শন-১ (৮০/=)। ১৯. দিগদর্শন-২ (১০০/=)। ২০. দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (২৫/=)। ২১. আরবী ক্বায়েদা (১ম ভাগ), ৩য় সংস্করণ (৫৫/=)। ২২. ঐ, (২য় ভাগ) (৭৫/=)। ২৩. ঐ, (৩য় ভাগ) তাজবীদ শিক্ষা ৩য় সংস্করণ (৭০/=)। ২৪. আক্বীদা ইসলামিয়াহ, ৪র্থ প্রকাশ (২০/=)। ২৫. মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (২৫/=)। ২৬. শবেবরাত, ৫ম সংস্করণ (২৫/=)। ২৭. আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, ২য় প্রকাশ (২০/=)। ২৮. উদাত্ত আহ্বান (২০/=)। ২৯. নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=)। ৩০. মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৯ম প্রকাশ (৮০/=)। ৩১. তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (৩৫/=)। ৩২. হজ্জ ও ওমরাহ, ৯ম প্রকাশ (৯০/=)। ৩৩. ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=)। ৩৪. ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। ৩৫. হিংসা ও অহংকার, ৩য় প্রকাশ (৩৫/=)। ৩৬. বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনু: (আরবী) -শায়খ বিন বায (৩০/=)। ৩৭. নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনু: (আরবী)-শায়খ আলবানী (১৫/=)। ৩৮. সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনু: (আরবী)-আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (৩৫/=)। ৩৯. জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/=)। ৪০. ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?, ২য় প্রকাশ (১৫/=)। ৪১. মাল ও মর্যাদার লোভ (২৫/=)। ৪২. মানবিক মূল্যবোধ, ২য় সংস্করণ (৫০/=)। ৪৩. কুরআন অনুধাবন (২৫/=)। ৪৪. বায়‘এ মুআজ্জাল (বাকী বিক্রয়ে অধিক লাভ) (২০/=)। ৪৫. মৃত্যুকে স্মরণ (৫০/=)। ৪৬. সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী (৪০/=)। ৪৭. আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা, অনু: (ইংরেজী) -মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব (৪০/=)। ৪৮. অছিয়ত নামা, অনু: (ফার্সী) -শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) (২৫/=)। ৪৯. ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, ৫ম প্রকাশ (১২০/=)। ৫০. তাফসীরুল কুরআন ২৬-২৮ পারা (৫০০/=)। ৫১. তাফসীরুল কুরআন ২৯তম পারা, ৩য় সংস্করণ (৩০০/=)। ৫২. এক্সিডেন্ট (২০/=)। ৫৩. বিবর্তনবাদ (৩৫/=)। ৫৪. ছিয়াম ও ক্বিয়াম, ৪র্থ সংস্করণ (১২০/=)। ৫৫. তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ (৩০/=)। ৫৬. মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে, ২য় সংস্করণ (১২০/=)। ৫৭. আল্লাহকে দর্শন (৩৫/=)। ৫৮. প্রাথমিক বাংলা শিক্ষা, ২য় সংস্করণ (৫৫/=)। ৫৯. আমর বিল মা‘রূফ ও নাহি ‘আনিল মুনকার (ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ), ২য় সংস্করণ (৮০/=)। ৬০. শিক্ষা ব্যবস্থা : প্রস্তাবনা সমূহ (৬০/=)। ৬১. আধুনিক আরবী সাহিত্যে তায়মূর পরিবারের অবদান (৪০/=)। ৬২. তরজমাতুল কুরআন (৮৫০/=)। ৬৩. যাকাত ও ছাদাক্বা (৮৫/=)। ৬৪. পোষাক ও পর্দা (৮০/=)। ৬৫. The Philosophy of Life in Islam (ইসলামের দৃষ্টিতে জীবন দর্শন) (৯০/=)। **৬৬.** হায়াতুন্নবী (ছাঃ) = রাসূল (ছাঃ) কি কবরে দুনিয়াবী দেহে জীবিত? (৪০/=)। **৬৭.** শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের কর্তব্য (৩৫/=)।

সম্পাদনা : ১. শারঈ ইমারত (ইসলামী নেতৃত্ব), অনু: (উর্দূ) ২৫/=। ২. কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান (৩৫/=)। **৩.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)। ৪. ভারতবর্ষে জিহাদ আন্দোলন : আহলেহাদীছ ও হানাফী আলেমদের ভূমিকা, ২য় প্রকাশ (৬৫/=)। ৫. বৃটিশ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাদেকপুরী পরিবারের আত্মত্যাগ (৬৫/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ, ৬ষ্ঠ প্রকাশ (১০/=)। **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ১. হাদীছ অস্বীকারকারীদের সংশয় নিরসন (১২০/=)। ২. তারুণ্যের আত্মপাঠ ও সমাজচিন্তা (১২০/=)।